মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম

সিডিএ এভিন্যু, মুরাদপুর, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
E-mail : info@ bise-ctg.gov.bd, **Website**: www.bise-ctg.gov.bd

এইচএসসি পরীক্ষা-২০১৯ এর ফরম পূরণ সংক্রান্ত

বিজ্ঞপ্তি

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, চট্টগ্রাম-এর আওতাধীন অনুমোদিত সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২০১৯ সালে অনুষ্ঠেয় উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার ফরমপূরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি শিক্ষাবোর্ডের ওয়েবসাইট (**www.bise-ctg.gov.bd**) এর 'পরীক্ষা শাখা'য় প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি ডাউনলোড করে অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সময়ের পরে পরীক্ষার ফরমপূরণের কোন সুযোগ দেয়া হবে না।

উল্লেখ্য যে, পরীক্ষার ফরমপূরণ বিজ্ঞপ্তির নির্দেশনায় বর্ণিত ফি-এর অতিরিক্ত কোন ফি গ্রহণ না করার জন্য অনুরোধ করা হলো। এ বিষয়ে কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা রয়েছে।

বিষয়টি অতীব জরুরী।

(মোহাম্মদ মাহবুব হাসান)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম।
ফোন : ০৩১-২৫৫৩১৪৫, ফ্যাক্স : ০৩১-২৫৫৩১৫১
Email : ce @ bise-ctg.gov.bd

"শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ"

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম

সিডিএ এভিন্যু, মুরাদপুর, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
E-mail : info@ bise-ctg.gov.bd, **Website**: www.bise-ctg.gov.bd

স্মারক নং : চশিবো/পরী-উমা/পরি-২৮(অংশ-৫)/২০০০/২৯৮৪(৩০০) তারিখ : ২০/১১/২০১৮ খ্রিঃ

[২০১৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা সংক্রান্ত]

[বিজ্ঞপ্তি]

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, চট্টগ্রাম এর আওতাধীন অনুমোদিত সকল কলেজের অধ্যক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফরমপূরণের যাবতীয় কার্যক্রম নিম্নোক্ত নীতিমালা মোতাবেক অনলাইনে সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

১। (ক) **Online** এ শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য তালিকা(**probable list**) প্রদর্শন: শিক্ষার্থীদের তথ্য সম্বলিত সম্ভাব্য তালিকা চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের ওয়েব সাইটে (**www.bise-ctg.gov.bd**) ১২/১২/২০১৮ ইং তারিখে দেয়া হবে। উক্ত সম্ভাব্য তালিকা হতে ১৩/১২/২০১৮ থেকে ২০/১২/২০১৮ তারিখের মধ্যে **Online** এ ফরম পূরণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে (**online** এর মাধ্যমে ফরম পূরণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের **Website**-এ পাওয়া যাবে)। **Online** এ কলেজ কর্তৃক যথাযথভাবে ফরম পূরণের পর **Download** করে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে এবং প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতিষ্ঠান প্রধান স্বাক্ষর করবেন। নিম্নে প্রদত্ত তারিখ অনুযায়ী টিটি-র মূল কপিসহ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শাখায় (৪০২নং কক্ষে) ০১ সেট প্রিন্টকপি পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষরসহ জমা দিতে হবে এবং ১ সেট কলেজ অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে, এছাড়াও ফরমপূরণের প্রিন্ট আউটের মূলকপি পরীক্ষা শাখায় জমাদানের নির্ধারিত তারিখে **TT** ভাউচারের সত্যায়িত ছায়ালিপিসহ প্রতিষ্ঠানের প্যাডে টাকার খাতওয়ারী বিবরণী (প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষরিত) হিসাব শাখায় (৬ষ্ঠ তলা) ৬০৯ কক্ষে জমা দিতে হবে ;

(খ) ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে **Online** এ **eSIF** পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশন করার সময় যে পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়েছে ২০১৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফরম পূরণের ক্ষেত্রেও একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে।

২। ক) রেজিস্ট্রেশন মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে অনিয়মিত, জি.পি.এ. উন্নয়ন এবং এক/দুই বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীদের নিজ নিজ কলেজের অধ্যক্ষ বরাবর সাদা কাগজে আবেদনের **শেষ তারিখ : ৮/১২/২০১৮ইং ;**

খ) বিলম্ব ফি ছাড়া নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র/ছাত্রীদের ফরম পূরণের **তারিখ : ১৩/১২/২০১৮ থেকে ২০/১২/২০১৮** টিটি ক্রয়ের শেষ তারিখ : **২৩/১২/২০১৮ ;**

গ) সকল প্রকার পরীক্ষার্থী প্রতি ১০০/- (একশত) টাকা হারে বিলম্ব ফিসহ ফরমপূরণ করার **তারিখ ২৪/১২/২০১৮ থেকে ২৬/১২/২০১৮ এবং টিটি ক্রয়ের শেষ তারিখ : ২৭/১২/২০১৮**। উল্লেখ্য যে, উক্ত সময়ের পরে ইস্যু করা কোন টিটি গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩। নির্বাচনী পরীক্ষা :

ক) নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ শেষে ফল প্রকাশের **শেষ তারিখ : ১০/১২/২০১৮ইং**।

খ) নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ (জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী ব্যতীত) সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক এবং নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা কোন ভাবেই চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ফরম পূরণ করতে পারবে না । তবে যে সকল পরীক্ষার্থী ইতিপূর্বে এইচ.এস.সি পরীক্ষা অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হয়েছে তাদের নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণের বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয়। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর: শিম/শা:১১/১৬-১০/(সংস্কার)/২০০৭/১৪৭৫, তারিখ: ০৬/১০/২০০৮ এবং স্মারক নং ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪.০৬২.১২.৩৮১, তারিখ : ০৩/০৮/২০১৫ এর জারিকৃত আদেশ মূলে কোন শিক্ষার্থী তার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণ কিংবা শারিরীক অসুস্থতা হেতু নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারলে কিংবা নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর অভিভাবকের লিখিত আবেদন ও শিক্ষার্থীর প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষার সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত করা যাবে;

গ) প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে পুলিশ বাহিনী, প্রতিরক্ষা বাহিনী, সেনাবাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর সদস্যগণ, শারীরিক কিংবা দৃষ্টি প্রতিবন্ধি, অন্ধ ব্যক্তি, একাদিক্রমে কমপক্ষে ৩(তিন) বৎসর শিক্ষকতা পেশায় ব্রত শিক্ষকগণকে নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে না;

গ) বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী সকল প্রকার পরীক্ষার্থীর নির্বাচনী পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ থেকে ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বে সংরক্ষণ করতে হবে ;

৪। নিয়মিত পরীক্ষার্থী ঃ

২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে রেজিস্ট্রেশনকৃত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০১৯ সালের উচ্চ ম্যাধমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে অংশ গ্রহণ করবে এবং তারা নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে বিবেচিত হবে ;

৫। অনিয়মিত পরীক্ষার্থী ঃ

যারা ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি বা অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হয়েছে, যারা বিগত ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালের পরীক্ষায় বহিষ্কৃত হয়ে ২০১৯ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি পেয়েছে এবং যাদের রেজিস্ট্রেশন মেয়াদ আছে কিংবা ২০১৯ সালের পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করেছে, জি.পি.এ উন্নয়ন পরীক্ষার্থীসহ তারা সকলে ২০১৯ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে বিবেচিত হবে ;

৬। আংশিক বিষয়ের পরীক্ষার্থী :

ক) ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যে সকল পরীক্ষার্থী ৪র্থ বিষয় বাদে ০১ (এক) অথবা ০২ (দুই) বিষয়ে 'এফ' গ্রেড পেয়েছে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারা ২০১৯ সালের পরীক্ষায় উক্ত ০১ (এক) অথবা ০২ (দুই) বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে। কিন্তু চতুর্থ বিষয় পরীক্ষা দিতে পারবে না। তবে পরীক্ষার্থী ইচ্ছা করলে তৎপরিবর্তে ৪র্থ বিষয়সহ সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে ;

খ) যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালের এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় যে কোন এক বা একাধিক বিষয়ে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে এক বিষয়ের (চতুর্থ বিষয় ছাড়া) পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে এবং যে কোন কারণে তারা ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালের এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি অথচ তাদের ২০১৮ সালে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তারাও শুধুমাত্র একবারের জন্য ১০/১২/২০১৮ তারিখের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন নবায়ন পূর্বক ২০১৯ সালের এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে ;

গ) যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৬ অথবা ২০১৭ সালে এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষায় (চতুর্থ বিষয় বাদে) অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হয়েছে, কিন্তু ২০১৮ সালের এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি, রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারাও ২০১৯ সালে অনুষ্ঠেয় এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় উক্ত এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষায় (চতুর্থ বিষয় বাদে) অংশগ্রহণ করতে পারবে অথবা উক্ত পরীক্ষার্থীগণ চতুর্থ বিষয়সহ সকল বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে;

চলমান পাতা-২

ঘ) যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৬ ও ২০১৭ সালের এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় এক বা দুই বিষয়ে (৪র্থ বিষয় ছাড়া) অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হয়ে ২০১৮ সালের এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় পুনরায় অংশগ্রহণ করে ঐ এক বা দুই বিষয়ে (৪র্থ বিষয় ছাড়া) পরীক্ষা দিয়ে আংশিক বিষয় / বিষয়সমূহে অকৃতকার্য হয়েছে, রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারা ২০১৯ সালে অনুষ্ঠেয় এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় অবশিষ্ট অকৃতকার্য বিষয় / বিষয়সমুহের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে ;

ঙ) ২০১৮ সালের এইচ.এস.সি পরীক্ষায় এক/দুই বিষয়ে অকৃতকার্য (চতুর্থ বিষয় বাদে) পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে ২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় তার এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। আংশিক বিষয়ে অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীগণ কখনই চতুর্থ বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তবে উক্ত পরীক্ষার্থীগণ চতুর্থ বিষয় সহ সকল বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

চ) যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৬ অথবা ২০১৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় এক/দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হয়ে ২০১৭ অথবা ২০১৮ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় ঐ এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ কালে বহিষ্কার অথবা অভিযুক্ত হয়েছে এবং শৃঙ্খলা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১৭ ও ২০১৮ সালের যে কোন এক বা একাধিক এইচএসসি পরীক্ষা বাতিল হয়েছে, রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারাও ২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় সকল বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৭। **প্রাইভেট পরীক্ষার্থী ঃ**

(ক) মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এস.এস.সি) বা সমমানের পরীক্ষা পাসের ০৩ (তিন) বছর পর অর্থাৎ ২০১৪ এবং তৎপূর্ববর্তী বছরের এস.এস.সি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ২০১৯ সালের এইচ.এস.সি/সমান পরীক্ষায় প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু যে সব শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য পূর্বে নিবন্ধন করেছে এবং ২০১৯ সালে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ আছে, তারা প্রাইভেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। রেজিস্ট্রেশনের জন্য নিম্নবর্ণিত নিয়মাবলি অনুসরণ করতে হবে।

(খ) রেজিস্ট্রেশন নবায়ন ব্যতিত প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদেরকে ২০১৯ সালের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী এইচ.এস.সি পরীক্ষা-২০১৯ এ অংশগ্রহণ করতে হবে। বোর্ড কর্তৃক প্রণীত পরীক্ষা পরিচালনার নিয়মাবলি প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের বেলায়ও প্রযোজ্য হবে;

(গ) শিক্ষক, পুলিশ ও প্রতিরক্ষা বাহিনীতে চাকুরীরত ব্যক্তি এবং শারীরিক কিংবা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যতীত অন্যান্য প্রাইভেট পরীক্ষার্থীকে বোর্ডের নির্ধারিত কোন কলেজের মাধ্যমে নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) প্রাইভেট পরীক্ষার্থীগণ কেবল মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষা শাখায় পরীক্ষা দিতে পারবে। প্রাইভেট পরীক্ষার্থীগণ চতুর্থ বিষয় গ্রহণ করতে পারবে না;

(ঙ) বোর্ডের কোন কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় নিজ বোর্ড থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তবে ইচ্ছা করলে নিজ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে বাংলাদেশের অন্য যে কোন বোর্ড থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে;

(চ) প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী কলেজ পরিদর্শকের নির্দেশনা অনুসারে সম্পাদিত হবে।

(ছ) দলিলাদির বিবরণ:

(I) মাধ্যমিক বা সমমাননের পরীক্ষা পাসের সত্যায়িত মূল নম্বরপত্র দাখিল করতে হবে। যে সকল পরীক্ষার্থী ১৯৯৫ সালের পূর্বে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের মূল নম্বরপত্র সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক সত্যায়িত করতে হবে এবং মূল নম্বরপত্রের অপর পৃষ্ঠায় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক Verified and Found Correct লেখা থাকতে হবে। কোন ক্রমেই মাধ্যমিক বা সমমানের কোন সনদপত্র গ্রহণ করা হবে না;

(II) যে সকল পরীক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষাবোর্ড এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসএসসি সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের মূল নম্বরপত্র সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক সত্যায়িত করতে হবে এবং মূল নম্বরপত্রের অপর পৃষ্ঠায় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক Verified and Found Correct লেখা থাকতে হবে;

(III) যে সকল পরীক্ষার্থী ২০০১ সালের পূর্বে মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে এসএসসি সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের মূল নম্বরপত্র সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক সত্যায়িত করতে হবে এবং মূল নম্বর পত্রের অপর পৃষ্ঠায় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক Verified and Found Correct লেখা থাকতে হবে;

(IV) যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে তাদেরকে মূল প্রবেশপত্র আবেদন ফরম পূরণের সময় জমা দিতে হবে, জমাকৃত প্রবেশপত্র সংশ্লিষ্ট কলেজে সংরক্ষণ করতে হবে;

(V) বাংলাদেশের আওতাধীন অনুমোদিত কোন কলেজের অধ্যক্ষ/অত্র বোর্ডের কোন সদস্য অথবা কোন সরকারি গেজেটেড অফিসারের নিকট হতে প্রার্থীর চরিত্র, আচরণ, প্রার্থিত পরীক্ষার অন্ততপক্ষে দুই বছর পূর্ব পর্যন্ত কোন অনুমোদিত কলেজে শিক্ষার্থী ছিল না এবং প্রার্থী কোন পরীক্ষায় বহিস্কার হয়নি অথবা হয়ে থাকলেও এর মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এবং ২০১৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার জন্য অযোগ্য ঘোষিত হয়নি এ মর্মে প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে। ভূয়া তথ্য প্রদান করলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে;

(VI) প্রার্থীর সাম্প্রতিককালে উঠানো ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবির সম্মুখভাগে নিজের নাম স্বাক্ষর করতে হবে এবং তা সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত করে আইকা আঠা দিয়ে আবেদন ফরমে আটকিয়ে দিতে হবে;

(VII) শিক্ষক প্রার্থীদের বেলায় কোন অনুমোদিত বিদ্যালয়ে চাকুরীর মেয়াদ বিজ্ঞাপ্তি জারির তারিখে অন্তত তিন বছর পূর্ণ হয়েছে মর্মে নিজ জেলা শিক্ষা অফিসারের সীল ও স্বাক্ষরযুক্ত সার্টিফিকেট দিতে হবে;

(VIII) পুলিশ ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রার্থীদের বেলায় বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখে কমপক্ষে এক বছর যাবত সক্রিয়ভাবে চাকুরীতে আছে এ মর্মে পুলিশ সুপার/ কমান্ডিং অফিসারের সমপর্যায়ের কর্মকর্তার সীল ও স্বাক্ষরযুক্ত সার্টিফিকেট দিতে হবে;

(IX) কোন শারীরিক প্রতিবন্ধী কিংবা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থী শ্রুতি লেখক (স্ক্রাইব) সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে চাইলে পরীক্ষা পরিচালনা নীতিমালা মোতাবেক ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীকে শ্রুতি লেখক (স্ক্রাইব) নিযুক্ত করতে হবে;

(জ) **প্রাইভেট পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত কলেজসমূহ :**

ক্রমিক নং	কলেজের নাম	ক্রমিক নং	কলেজের নাম
০১	চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ, চট্টগ্রাম।	০৫	রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজ, রাঙ্গামাটি।
০২	সরকারী বাণিজ্য কলেজ, চট্টগ্রাম।	০৬	খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজ, খাগড়াছড়ি।
০৩	চট্টগ্রাম সরকারী মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম।	০৭	বান্দরবান সরকারী কলেজ, বান্দরবান।
০৪	কক্সবাজার সরকারী কলেজ, কক্সবাজার।	--	--

চলমান পাতা-৩

৮। জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী :

ক) ২০১৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় যে সকল পরীক্ষার্থী জিপিএ ৫.০০ (পাঁচ) এর কম পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, কেবল সে সকল পরীক্ষার্থী ইচ্ছা করলে জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী হিসাবে ২০১৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় স্ব-স্ব কলেজ হতে অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং তাদেরকে সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। । তাদেরকে তালিকাভুক্তি ফি সহ যাবতীয় ফি এবং আবেদনপত্র স্ব-স্ব কলেজে জমা দিতে হবে। কোন অবস্থাতেই কলেজ, কেন্দ্র এবং বিষয় পরিবর্তন করা যাবে না ;

খ) ২০১৯ সালের পরীক্ষায় জিপিএ উন্নয়ন হলে পরীক্ষার্থীর পূর্বের পাসকৃত একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ও সনদ বোর্ডে জমা দিয়ে পরীক্ষার্থীদের জিপিএ উন্নয়নকৃত একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ও সনদ কলেজ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে। জি.পি.এ. উন্নয়ন না হলে পূর্বের জিপিএ বহাল থাকবে;

গ) জি.পি.এ. উন্নয়ন পরীক্ষার্থীদের নতুন করে রেজিষ্ট্রেশন করার প্রয়োজন নেই। [বিবরণী ফরমে তাদের পূর্বের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ করতে হবে। পরীক্ষার্থীর বিবরণী ফরমে রেজিষ্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ না থাকলে ফরম গ্রহণ করা হবে না। রেজিষ্ট্রেশন নম্বরবিহীন ফরম কোন যোগাযোগ ছাড়াই বাতিল বলে গণ্য হবে;]

ঘ) ২০১৮ সালে আংশিক পরীক্ষার্থী হিসাবে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা ২০১৯ সালের জি.পি.এ.উন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না ;

ঙ) ২০১৮ সালের পরীক্ষার্থীদের মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ও সনদ সংশ্লিষ্ট কলেজে সংরক্ষিত থাকবে। জিপিএ উন্নয়ন হলে ৮(খ) অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে। জিপিএ উন্নয়ন না হলে স্ব-স্ব একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ও সনদ পরীক্ষার্থীদের ফেরত দিতে হবে।

৯। বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থী ঃ

ক) বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থী শাস্তির মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে কোন অবস্থাতেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না ;

খ) যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৬ অথবা ২০১৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় এক/দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হয়ে ২০১৭ অথবা ২০১৮ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় ঐ এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকালে বহিষ্কার অথবা অভিযুক্ত হয়েছে এবং শৃঙ্খলা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১৭ ও ২০১৮ সালের যে কোন এক বা একাধিক এইচএসসি পরীক্ষা বাতিল হয়েছে এবং ২০১৯ সালে পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি পেয়েছে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারাও ২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় সকল বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

গ) সকল প্রকার বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যাদের শাস্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারা ২০১৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ না থাকলে মেয়াদ নবায়ন করা যাবে না;

ঘ) যে সকল পরীক্ষার্থী ইতোপূর্বে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় এক থেকে দুই বিষয়ে অকৃতকার্য ও ২০১৮ সালের পরীক্ষায় ঐ এক, দুই বিষয়ে অংশ গ্রহণকালে বহিষ্কৃত হয়েছে এবং ২০১৮ সালের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারা ২০১৯ সালের এইচ.এস.সি পরীক্ষায় সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে। রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ না থাকলে মেয়াদ নবায়ন করা যাবে না ;

ঙ) শাস্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের একটি তালিকা নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী বিবরণী ফরমের সাথে জমা দিতে হবে ;

নাম, পিতা ও মাতার নাম	পরীক্ষার সন	রোল নম্বর	রেজি: নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ	শাস্তির মেয়াদ	বিজ্ঞপ্তি নং ও তারিখ	অধ্যক্ষের স্বাক্ষর

উল্লেখ্য যে, শাস্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের পূর্বের মূল প্রবেশপত্র / দ্বি-নকল প্রবেশপত্র বিবরণী ফরমের সাথে জমা দিতে হবে ;

১০। রেজিষ্ট্রেশন ঃ

(ক) রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত কোন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পাববেনা ;

(খ) জি.পি.এ. উন্নয়ন পরীক্ষার্থীদের নতুন করে রেজিষ্ট্রেশন করার প্রয়োজন নেই। বিররণী ফরমে তাদের পূর্বের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ করতে হবে;

(গ) বিবরণী ফরমে পরীক্ষার্থীদের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ না থাকলে ফরম গ্রহণ করা হবেনা। রেজিষ্ট্রেশন বিহীন বিবরণী ফরম কোন রূপ পূর্বে যোগাযোগ ছাড়াই বাতিল বলে গণ্য হবে। নিজ নিজ কলেজের সকল পরীক্ষার্থীর সঠিক রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ও পঠিত বিষয় কোড সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে অধ্যক্ষগণ রেজিষ্ট্রেশন সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করবেন ;

(ঘ) এক কলেজের রেজিষ্ট্রেশনধারী শিক্ষার্থী কোন ক্রমেই অন্য কলেজের মাধ্যমে ২০১৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেনা। তবে বৈধ ছাড়পত্রের মাধ্যমে কলেজ পরিবর্তন করে থাকলে তার প্রামান্য কাগজপত্র ও ছাড়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি বিবরণী ফরমের সাথে অবশ্যই গেঁথে দিতে হবে। অনিয়মিত পরীক্ষার্থীরা কোন ক্রমেই ছাড়পত্রের মাধ্যমে কলেজ পরিবর্তন করে ফরম পূরণ করতে পারবেনা;

(ঙ) রেজিষ্ট্রেশন কার্ডে বর্ণিত বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে আবেদন ফরম পূরণ করা যাবেনা। রেজিষ্ট্রেশন বহির্ভূত বিষয়ে আবেদন ফরম পূরণ করলে উক্ত বিষয়ের পরীক্ষা বাতিল বলে গণ্য হবে;

১১। রেজিষ্ট্রেশন নবায়ন সংক্রান্ত :

ক) ২০১৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অনিয়মিত ও প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা একাধিক বিষয়ে (৪র্থ বিষয় বাদে) অকৃতকার্য হয়েছে এবং যাদের রেজি-স্ট্রেশনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, তারা কোন অবস্থাতেই রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করে ২০১৯ সালে দুই বা ততোধিক বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

খ) রেজিস্ট্রেশন মেয়াদকালে যে সকল পরীক্ষার্থী এক বা একাধিকবার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এক বিষয়ে (৪র্থ বিষয় বাদে) অকৃতকার্য হয়েছে কিন্তু রেজি-স্ট্রেশনের মেয়াদ ২০১৮ সালে শেষ হয়েছে তারা ১০/১২/২০১৮ তারিখের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করে উক্ত এক বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

গ) ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষে রেজি:ধারী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা এক বিষয়ে (চতুর্থ বিষয় বাদে) অকৃতকার্য হয়েছে ও রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ ২০১৮ সালে শেষ এবং ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা ১ (এক) বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে তারা ২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা ফি প্রদান পূর্বক রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করে ২০১৯ সালে শুধু ঐ এক বিষয়ে (৪র্থ বিষয় বাদে) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। রেজিষ্ট্রেশন নবায়নের জন্য আগামী ১০/১২/২০১৮ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠান প্রধানের মাধ্যমে অত্রবোর্ডের কলেজ শাখায় সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার সত্যায়িত টেবুলেশন শীট, মূল রেজি: কার্ড ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ নবায়ন ফি বাবদ জনপ্রতি ২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ) টাকার ব্যাংক ড্রাফট (বোর্ডের সচিবের অনুকুলে) সোনালী ব্যাংক, বহদ্দারহাট শাখা, চট্টগ্রাম (বোর্ড ভবনের নীচ তলায়) এ জমা করে জমা রশিদের এককপি আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে ;

ঙ) যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালের এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় যে কোন এক বা একাধিক বিষয়ে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে এক বিষয়ের (চতুর্থ বিষয় ছাড়া) পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে এবং যে কোন কারণে তারা ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালের এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি অথচ তাদের ২০১৮ সালে রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তারাও শুধুমাত্র একবারের জন্য রেজিষ্ট্রেশন নবায়ন পূর্বক ২০১৯ সালের এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে ;

১২। পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী : প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর রেজিষ্ট্রেশন কার্ডে উল্লেখিত শিক্ষাবর্ষের সিলেবাস অনুসারে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

১৩। কেন্দ্র পরিবর্তন : পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্র পরিবর্তনের আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না ;

চলমান পাতা-৪

১৪। **কলেজ পরিবর্তন :** কোন অবস্থাতেই এক কলেজের রেজিস্ট্রেশনধারী ছাত্র/ছাত্রী অন্য কলেজের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তবে পিতা/মাতা বদলীজনিত কারণে বোর্ড কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতিতে অন্য কলেজে ভর্তি হয়ে থাকলে বোর্ডের অনুমতিপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি বিবরণী ফরমের সাথে সংযুক্ত করতে হবে ;

১৫। **বোর্ড পরিবর্তন ঃ** বোর্ড পরিবর্তনের মাধ্যমে কোন ছাত্র-ছাত্রী অত্রবোর্ডের আওতাধীন কোন কলেজে ভর্তি হয়ে থাকলে উক্ত ছাত্র/ছাত্রী তার পূর্বের কলেজের রেজিস্ট্রেশন কার্ড অত্রবোর্ডের রেজিস্ট্রেশন শাখায় সমর্পন পূর্বক যথাসময়ে পুনরায় অত্রবোর্ড হতে রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের পর বোর্ড অনুমতি পত্রের ফটোকপি বিররণী ফরমের সাথে সংযুক্ত করে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীর বিররণ প্রিন্ট আউটের সংশ্লিষ্ট স্থানে লাল কালি দিয়ে স্পষ্টকারে লিখে দিতে হবে ;

১৬। **পরীক্ষার্থীদের স্ক্রাইব নিয়োগ :** দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও লিখতে অক্ষম (প্রতিবন্ধী) পরীক্ষার্থীদের শ্রুত লেখক (স্ক্রাইব) দশম শ্রেণীর ছাত্র / ছাত্রীদের মধ্য হতে নির্বাচন করতে হবে। এজন্য নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীদের পূর্ণ বিবরণ (সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষক কর্তৃক ইস্যুকৃত) ও দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ফটো এবং প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত প্রামাণ্য কাগজপত্রসহ আবেদন সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষের মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অনুমতির জন্য ২৫/০৩/২০১৯ তারিখের মধ্যে পৃথকভাবে বোর্ডে পৌঁছাতে হবে। ২০১৯ সালের এস.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী কোন পরীক্ষার্থীকে স্ক্রাইব হিসেবে নির্বাচন করা যাবে না। এ ধরনের পরীক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষায় নির্ধারিত সময়ের পরে অতিরিক্ত ২০ (বিশ) মিনিট সময় বৃদ্ধি করা যাবে। তবে প্রতিবন্ধী (অটিষ্টিক, ডাউন সিনড্রোম, সেরিব্রাপলসি) শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত সময়ের পরে অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) মিনিট সময় পাবে। এজন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সনদসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর আবেদন করতে হবে।

১৭। **ফরম পূরণের নিয়মাবলী :**

ক) কোন ছাত্র/ছাত্রী তার রেজিস্ট্রেশন বর্হিভূত কোন বিষয়/বিষয়সমূহে ফরম পূরণ করতে পারবে না। রেজিস্ট্রেশন বর্হিভূত কোন বিষয়ে ফরমপূরণ করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে উক্ত বিষয় / বিষয়সমূহের পরীক্ষা বাতিল বলে গণ্য হবে।

খ) ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ সেশনের ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে যারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হয়েছে তাদের সংশ্লিষ্ট বছরের পরীক্ষার মূল প্রবেশপত্র, প্রিন্টকপি জমা দেয়ার সাথে অবশ্যই অত্র বোর্ডে জমা দিতে হবে। অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীরা যে কলেজ হতে পূর্ববর্তী বৎসরের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে তাদের অবশ্যই সেই কলেজ হতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে ;

১৮। **বিভিন্ন প্রকার ফি-এর হার :** 'ছক'

ক্রমঃ	খাতের বিবরণ	ফি - এর হার	মোট পরীক্ষার্থী /পত্র সংখ্যা	মোট টাকা	মন্তব্য
০১।	পরীক্ষার ফি	১০০/ (প্রতি পত্র)	সর্বমোট পত্রের সংখ্যা		
০২।	ব্যবহারিক পরীক্ষার ফি	২৫/ (প্রতি পত্র)	সর্বমোট পত্রের সংখ্যা		
০৩।	একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফি	৫০/- (প্রতি পরীক্ষার্থী)	মোট পরীক্ষার্থী সংখ্যা		
০৪।	অনুমতি/ তালিকাভুক্তি ফি	১০০/ (প্রতি পরীক্ষার্থী)	প্রাইভেট/ বিভাগ উন্নয়ন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা		
০৫।	রোভার ফি	১৫/ (প্রতি পরীক্ষার্থী)	মোট ছাত্র সংখ্যা		
০৬।	রেঞ্জার ফি	১৫/- (প্রতি পরীক্ষার্থী)	মোট ছাত্রী সংখ্যা		
০৭।	জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ফি	০৫/-(প্রতি পরীক্ষার্থী)	মোট পরীক্ষার্থী সংখ্যা		
০৮।	অনিয়মিত ফি	১০০/- (প্রতি পরীক্ষার্থী)	অনিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা		
০৯।	নন কলেজিয়েট- ফি (যাদের বেলায় প্রযোজ্য)	১০০/- (প্রতি পরীক্ষার্থী)	পরীক্ষার্থী সংখ্যা		
১০।	বিলম্ব ফি	১০০/- (প্রতি পরীক্ষার্থী)	পরীক্ষার্থী সংখ্যা		
১১।	প্রতিবন্ধী ও কল্যাণ ফি	০৫/- (প্রতি পরীক্ষার্থী)	মোট পরীক্ষার্থী সংখ্যা		
১২।	মূল সনদ ফি	১০০/- (প্রতি পরীক্ষার্থী)	নিয়মিত, অনিয়মিত (যারা পূর্বে ফরম পূরণ করেনি) ও জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা		

** বি: দ্র : যে সকল অনিয়মিত ছাত্র/ছাত্রী ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন ফরম পূরণ করেছিল (জিপিএ উন্নয়ন ছাড়া) এবং ২০১৯ সনের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদেরকে সনদ ফি প্রদান করতে হবে না এবং যারা আবেদন ফরম পূরণ করেনি তাদের অবশ্যই সনদ ফি প্রদান করতে হবে ;

১৯। **কেন্দ্র ফি :**

(ক) সকল প্রকার পরীক্ষার্থী যাদের ব্যবহারিক পরীক্ষা নেই তাদের (জনপ্রতি) ৩৫০.০০ (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা।

(খ) যাদের ব্যবহারিক পরীক্ষা আছে তাদের (জন প্রতি) ৩৫০.০০ (তিনশত পঞ্চাশ) + ব্যবহারিক প্রতি পত্রে ২৫.০০ টাকা হারে কেন্দ্র ফি প্রদান করতে হবে ;

(গ) কেন্দ্র নবায়ন ফি [প্রতি কেন্দ্র প্রতি বৎসর] ২০০০ (দুই হাজার) টাকা এবং নতুন কেন্দ্র ফি ৩০০০ (তিনহাজার) টাকা অত্রবোর্ডের সচিবের অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে জমা করে জমা রশিদের সংশ্লিষ্ট শাখার কপি বোর্ড হতে পরীক্ষার মালামাল গ্রহণের সময় ষ্টোর কিপারের নিকট হাতে হাতে জমা দিতে হবে।

(ঘ) প্রতিষ্ঠান প্রতি পরীক্ষার্থীর নিকট থেকে এইচএসসি পরীক্ষার ব্যবহারিক পরীক্ষার ফি (উত্তরপত্র মূল্যায়ন ফি) ২০/- (বিশ) টাকা (প্রতিপত্র) আদায় করবেন। আদায়কৃত ব্যবহারিক পরীক্ষার উক্ত ফি সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যবহারিক উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য অন্তঃ পরীক্ষক ১০/- (দশ) টাকা এবং বহিঃ পরীক্ষক ১০/- (দশ) টাকা হারে সম্মানী / পারিশ্রমিক পরিশোধ করবেন। এছাড়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থী প্রতি ০৭/- টাকা হারে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রে জমা করবেন, অবশিষ্ট ১৩/- টাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাখবেন। উল্লেখ্য, এ বিষয়ে বোর্ড টিএ / ডিএ বা উত্তরপত্র মূল্যায়ন বাবদ কোন প্রকার সম্মানী প্রদান করবে না। অন্তঃ পরীক্ষক এবং বহিঃ পরীক্ষক-কে প্রদত্ত সম্মানী / পারিশ্রমিকের ভাউচার কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষরসহ পরীক্ষা শেষে বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (উমা)-এর ৪০১ নং কক্ষে ৩১/০৭/২০১৯ তারিখের মধ্যে জমা করবেন।

(ঙ) কেন্দ্র ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ দ্বারা সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র/কলেজ কর্তৃপক্ষকে তত্ত্বীয় এবং ব্যবহারিক উভয় প্রকার পরীক্ষার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। বোর্ড কর্তৃক কোনরূপ অনুদান প্রদান করা হবে না। তবে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান আদায়কৃত কেন্দ্র ফি-(ব্যবহারিক ফি ব্যতিত) এর ১০% বিবিধ খরচ মিটানোর জন্য রেখে দেবে এবং ৯০% ফি পরীক্ষার পরিচালনার জন্য পরীক্ষা শুরুর পূর্বে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। শিক্ষা বোর্ড অফিস হতে অলিখিত সাদা উত্তরপত্র এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপকরণাদি সংগ্রহ করার জন্য প্রয়োজনীয় খরচ কেন্দ্র ফি হতে বহন করতে হবে। অর্থাৎ পরীক্ষা কেন্দ্রের যাবতীয় ব্যয় কেন্দ্র ফি হতে সংকুলান করতে হবে।

২০। **প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষার ফি :**

ক) যাদের নির্বাচনী পরীক্ষা আছে (প্রতি পরীক্ষার্থী) : ২০০ (দুইশত) টাকা।

খ) যাদের নির্বাচনী পরীক্ষা নেই তাদের জন্য ব্যবস্থাপনা ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী) : ১০০ (একশত) টাকা।

চলমান পাতা-৫

২১। ফি জমাদান পদ্ধতি ঃ

(ক) নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় বোর্ডের সচিবের অনুকূলে কেবলমাত্র টিটি এর মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক, বহদ্দারহাট শাখার হিসাব নং- **STD-59**-এ টাকা জমা দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের নামে টিটি ক্রয় করতে হবে। কোন পরীক্ষার্থীর নামে টিটি ক্রয় করা যাবে না। উক্ত টিটি ১কপি, পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর সম্বলিত Final candidate list ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে অফিস চলাকালীন সময় পরীক্ষা শাখার সংশ্লিষ্ট সহকারীর নিকট জমা দিতে হবে। স্বাক্ষরযুক্ত প্রিন্ট আউট এবং আনুষঙ্গিক কাগজপত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী বা কর্মকর্তার নিকট জমা দিতে হবে। অন্যথায় কোন জটিলতার সৃষ্টি হলে তার দায়দায়িত্ব সংশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানকেই বহন করতে হবে।

(খ) কোন ক্রমেই পরীক্ষার ফি নগদ টাকা, পে-অর্ডার, পোস্টাল অর্ডার, মানি অর্ডার, সিকিউরিটি ডিপোজিট রশিদ অথবা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে দেয়া যাবে না।

(গ) ২০১৯ সালের পরীক্ষার্থীদের বিলম্ব ফি ছাড়া ও বিলম্ব ফি-সহ যথাক্রমে ২৩/১২/২০১৮ ও ২৭/১২/২০১৮ তারিখে করা সোনালী ব্যাংক টিটি, প্রিন্ট আউট ও পে-স্লিপসহ অন্যান্য কাগজপত্রাদি বোর্ড অফিসে এক কিস্তিতে জমা দেয়ার সময়সূচী ঃ

(ক) চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা, কক্সবাজার ও তিন পার্বত্য জেলাসমূহ।	১৩/০১/২০১৯	অফিস চলাকালীন সময়
(খ) চট্টগ্রাম মহানগর ও উত্তর জেলা।	১৪/০১/২০১৯	

২২। কোন অবস্থাতেই পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর সম্বলিত প্রিন্ট কপি, আনুষঙ্গিক কাগজপত্র এবং সোনালী ব্যাংকের টিটি ডাকযোগে পাঠানো যাবে না;

২৩। বোর্ড হতে যে সমস্ত ছাত্র/ছাত্রী বাংলা বিকল্প সহজপাঠ / সহজ বাংলা বিষয়ে পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি লাভ করেছে তাদের অনুমতিপত্রের সত্যায়িত কপি বিবরণী ফরমের সাথে জমা দিতে হবে ;

২৪। **কলেজের বিভিন্ন বিষয়ের প্রধান পরীক্ষকদের আবেদনপত্র কলেজ অধ্যক্ষের স্বাক্ষর ও সীলসহ একসাথে/ গুচ্ছাকারে ১৭/০২/২০১৯ তারিখের মধ্যে পরীক্ষা শাখায় ৪০১ নং কক্ষে হাতে হাতে জমা দিতে হবে।**

২৫। (ক) ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা নিম্নোক্ত 'ছক' মোতাবেক পৃথকভাবে সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (গোপনীয়) এর নিকট হাতে হাতে প্রদান করতে হবে ;

'ছক'

কলেজের নাম ও কোড : ডাকঘর (কোডসহ) :

বিভাগ	নিয়মিত		অনিয়মিত		জিপিএ উন্নয়ন		১ বা ২ বিষয়ে পরীক্ষার্থী		প্রাইভেট		মোট
	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী	
মানবিক											
বিজ্ঞান											
ব্যবসায় শিক্ষা											

সর্বমোট : .....

অধ্যক্ষ/অধ্যক্ষার স্বাক্ষর (সীলসহ)

(খ) যে সকল কলেজে ইংরেজী মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছু পরীক্ষার্থী রয়েছে তাদের তালিকা আগামী ১৭/১২/২০১৮ তারিখের মধ্যে সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (গোপনীয়), কক্ষ নম্বর: ২০৪ এর নিকট হাতে হাতে জমা দিতে হবে ;

২৬। <u>২০১৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সিলেবাস সংক্রান্ত</u> :

বিষয়	সিলেবাসের বিবরণ
বাংলা ১ম পত্র	(ক) বাংলা ১ম পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৮ সালের সিলেবাস, সময় ও মানবন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) বাংলা ১ম পত্রে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস, সময় ও মানবন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (গ) বাংলা ১ম পত্রে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৫ সালের সিলেবাস, সময় ও মানবন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
বাংলা ২য় পত্র	(ক) বাংলা ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬, ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস, সময় ও মান বন্টনঅনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) বাংলা ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৫ সালের সিলেবাস, ও সময় ও মানবন্টন অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
ইংরেজি ১ম পত্র	(ক) ইংরেজি ১ম পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস, সময় ও মান বন্টনঅনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) ইংরেজি ১ম পত্রে ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস, সময় ও মানবন্টন অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
ইংরেজি ২য় পত্র	(ক) ইংরেজি ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬, ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস, সময় ও মানবন্টন অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) ইংরেজি ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৫ সালের সিলেবাস, ও সময় ও মানবন্টন অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
রসায়ন	(ক) রসায়ন ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস, সময় ও মান বন্টনঅনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) রসায়ন ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস, সময় ও মানবন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।

চলমান পাতা-৬

বিষয়	সিলেবাসের বিবরণ
পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, সমাজকল্যাণ, সমাজকর্ম, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং ইসলামের ইতিহাস	(ক) পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, সমাজকর্ম, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাসও সংস্কৃতি ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস, সময় ও মান বন্টনঅনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, সমাজকর্ম, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস, সময় ও মানবন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
পৌরনীতি এবং পৌরনীতি ও সুশাসন	(ক) পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস, সময় ও মান বন্টনঅনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস, সময় ও মান বন্টনঅনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা	(ক) ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস, সময় ও মান বন্টনঅনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস, সময় ও মান বন্টনঅনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	(ক) আবশ্যিক বিষয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস, সময় ও মান বন্টনঅনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) আবশ্যিক বিষয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস, সময় ও মানবন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (গ) আবশ্যিক বিষয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য ২০১৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন	(ক) ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস, সময় ও মান বন্টনঅনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস, মান ও সময়বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (গ) ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৫ সালের সিলেবাস, সময় ও মানবন্টন অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
অর্থনীতি, যুক্তিবিদ্যা ও ভূগোল	(ক) অর্থনীতি, যুক্তিবিদ্যা ও ভূগোল ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস, সময় ও মান বন্টন অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) অর্থনীতি, যুক্তিবিদ্যা ও ভূগোল ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (গ) অর্থনীতি, যুক্তিবিদ্যা ও ভূগোল ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
পরিসংখ্যান, উচ্চতর গণিত ও গণিত	(ক) উচ্চতর গণিত ও পরিসংখ্যান ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস, সময় ও মান বন্টন অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) উচ্চতর গণিত ও পরিসংখ্যান ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
গার্হস্থ্য বিজ্ঞান	(ক) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস, সময় ও মান বন্টন অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য যথাক্রমে ২০১৬ সালের সিলেবাস সময় ও মানবন্টন অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (গ) গার্হস্থ্য অর্থনীতি ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৫ সালের সিলেবাস, সময় ও মানবন্টন অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
ইসলামী শিক্ষা	(ক) ইসলামী শিক্ষা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস, সময় ও মান বন্টন অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) ইসলামী শিক্ষা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।
সাচিবিক বিদ্যা, মনোবিজ্ঞান ও কৃষিশিক্ষা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান	(ক) মনোবিজ্ঞান ও কৃষিশিক্ষা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ এবং ২০১৯, ২০১৮ সালের প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস, সময় ও মান বন্টন অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (খ) সাচিবিক বিদ্যা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৭ সালের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে। (গ) মৃত্তিকা বিজ্ঞান ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৭-২০১৮, ২০১৬-২০১৭, ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৯ সালের সিলেবাস, সময় ও মান বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে (ঘ) সাচিবিক বিদ্যা, মনোবিজ্ঞান ও কৃষিশিক্ষা ১ম ও ২য় পত্রে ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের সিলেবাস, সময় ও মানবন্টন অনুযায়ী প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।

চলমান পাতা-৭

২৭। ক) উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে ফরমপূরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল। সকল পরীক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে জানানো যাচ্ছে যে, ২০১৯ সালে অনুষ্ঠেয় উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় কোন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা নিজ কলেজে অনুষ্ঠিত হবে না, পরীক্ষার্থী স্থানান্তরের মাধ্যমে আসন বিন্যাস করা হবে।

খ) পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কেউ মোবাইল ফোন সাথে রাখতে পারবে না ;

গ) যে সকল কেন্দ্রে কোন শিক্ষকের ছেলে / মেয়ে / পোষ্য ২০১৯ সালের এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে ঐ সকল কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না ;

ঘ) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে ফরমপূরণের কাজ অনলাইনে সম্পন্ন করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পরে ফরমপূরণ করা যাবে না। মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বোর্ড নির্ধারিত ফি এর অতিরিক্ত ফি নেয়া যাবে না।

ঙ) পরীক্ষায় নন-প্রোগ্রামাবল (মডেল-**Fx-80 – 100**) সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে। প্রোগ্রামাবল সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটর সঙ্গে আনা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে ;

চেয়ারম্যান মহোদয়ের আদেশক্রমে

20/11/18

(মোহাম্মদ মাহবুব হাসান)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম।
ফোন : ০৩১-২৫৫৩১৪৫, ফ্যাক্স : ০৩১-২৫৫৩১৫১
Email : ce@bise-ctg.gov.bd

স্মারক নং : চশিবো/পরী-উমা/পরি-২৮(অংশ-৫)/২০০০/ তারিখ :

বিতরণ : সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরিত হল (ক্রম জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :-

০১। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০২। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা/কুমিল্লা/রাজশাহী/যশোর/সিলেট/বরিশাল/দিনাজপুর।
০৩। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম/কক্সবাজার/রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা।
০৪। পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম/কক্সবাজার/রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা।
০৫। পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, চট্টগ্রাম অঞ্চল।
০৬। সকল শাখা প্রধান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, চট্টগ্রাম।
০৭। অধ্যক্ষ/অধ্যক্ষা, ... কলেজ।
০৮। অত্রবোর্ডের আওতাধীন উপজেলাসমূহের সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার।
০৯। উপ-পরিচালক (হিসাব ও নিরীক্ষা), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, চট্টগ্রাম।
১০। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, কম্পিউটার সেল, অত্রবোর্ড।
১১। ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক, বহদ্দারহাট শাখা, চট্টগ্রাম।
১২। পি.এস. টু চেয়ারম্যান (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, চট্টগ্রাম।
১৩। অফিস কপি।

20.11.18

(মোহাম্মদ তাওয়ারিক আলম)
উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (উ/মা)
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, চট্টগ্রাম।
ফোন : ০৩১-২৫৫৭৫১৭